

বাংলা দ্বিতীয় পত্র: মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর

১। ৪ ভাগে। যথা- তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি।

২। ফারসি

৩। পর্তুগিজ

৪। গুণ বিশেষ্য

৫। ক্রিয়া বিশেষ্য

৬। তিন ধরনের। যথা:

বক্তা পক্ষের সর্বনাম: আমি

শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি

অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে

৭। সাপেক্ষ সর্বনাম

৮। পক্ষ এবং কালভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়।

৯। ভাবী অসমাপিকা ক্রিয়া

১০। পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ

১১। স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ

১২। ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

১৩। সাপেক্ষ যোজক

১৪। সিদ্ধান্ত আবেগ

১৫। -জন নির্দেশক

১৬। -গণ, -বৃন্দ, -মন্ডলী, -বর্গ

১৭। দুটি। যথা- (i) ধাতু বা ক্রিয়ামূল ও

(ii) ক্রিয়াবিভক্তি

১৮। -আতে (যেমন: করাতে)

১৯। পদ

২০। পুরাণটিত অতীত

২১। ভবিষ্যতের

২২। বর্গ

২৩। বিশেষণবর্গ

২৪। পূরক

২৫। যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।

২৬। কর্ম কারক

২৭। অপাদান কারক

২৮। অর্থপ্রসার

২৯। কখন আসা হলো?

৩০। কর্তা অনুযায়ী

৩১। [সিলেবাসে নির্ধারিত বিপরীত শব্দ]

৩২। ক্রিয়ার।

৩৩। মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করলে অর্থপূর্ণ অংশ থাকে না তাকে মৌলিক শব্দ বলে।

সাধিত শব্দ: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ অংশ থাকে, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে।

৩৪। আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজে কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয় তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলা হয়।

সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলা হয়।

পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

৩৫। প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।

নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলা হয়।

সংযোগ ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা, প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়।

৩৬। বিভক্তি: বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়। সেগুলোকে বিভক্তি বলে।

বচন: বচন হলো সংখ্যার ধারণা, যার মাধ্যমে গুণবাচক বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের সংখ্যা নির্দেশিত হয়।

৩৭। বাক্যের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলা হয়। বাচ্য তিন প্রকার। যথা: কর্তাবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

৩৮। মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনামের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা: কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ।

৩৯। শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ, ইত্যাদি কাজে বিন্দু বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন:

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

৪০। বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরণকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি।

উত্তর সংগ্রহ: সাইফুল ইসলাম জারিফ

টাইপিং: সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম